রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, ডিসেম্বর ১১, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২১ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নম্বর ৩৪৯-আইন/২০২১।—পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(১) **"অফাল (Offal)"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত অফাল;

(২) **"আইন"** অর্থ পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৬ নং আইন);

(৩) **"কর্মী"** অর্থ পশু জবাইকালে জবাই কাজে এবং চামড়া বা পালক বা পালকসহ চামড়া ছাড়ানোর কাজে সহায়তাকারী বা কারকাস ও অফাল পৃথকীকরণ বা মাংস খণ্ড প্রস্তুত বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কাজে বা মাংস বিক্রয় কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি;

(৪) **"কারকাস"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৪) এ সংজ্ঞায়িত কারকাস;

মূল্য : টাকা ৪০.০০

(৫) **"জবাই"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত জবাই;

(৬) **"জবাইখানা"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৮) এ সংজ্ঞায়িত জবাইখানা;

(৭) **"জুনোটিক রোগ"** অর্থ তফসিল-৬ এর দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত রোগ যাহা কোনো পশুর দেহ হইতে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়;

(৮) **"পশু"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১২) এ সংজ্ঞায়িত পশু;

(৯) **"পশুরোগ আইন"** অর্থ পশুরোগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৫ নং আইন);

(১০) **"পশুরোগ বিধিমালা"** অর্থ পশুরোগ আইন, ২০০৫ এর ধারা ৩১ এর অধীন প্রণীত পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮;

(১১) **"পাখিজাতীয় প্রাণী"** অর্থ হাঁস, মুরগি, কোয়েল, কবুতর, টার্কি বা আইনের ধারা ২ এর দফা (১২) এর উপ-দফা (ঈ) এর অধীন সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট খাদ্য হিসাবে ঘোষিত অন্য যে কোনো পাখিজাতীয় প্রাণী;

(১২) **"বর্জ্য"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১৩) এ সংজ্ঞায়িত বর্জ্য;

(১৩) **"ব্যক্তি"** অর্থ স্বাভাবিক ব্যক্তি, কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিধিবদ্ধ সংস্থা;

(১৪) **"মাংস"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১৯) এ সংজ্ঞায়িত মাংস;

(১৫) **"মাংস খণ্ড (meat cut)"** অর্থ কারকাসের অঙ্গ বা উপাঙ্গাভিত্তিক যে কোনো আকারের সকল বা যে কোনো মাংস খণ্ড;

(১৬) **"মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২০) এ সংজ্ঞায়িত মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা;

(১৭) **"মাংস বিক্রয় স্থাপনা"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২১) এ সংজ্ঞায়িত মাংস বিক্রয় স্থাপনা;

(১৮) **"রোগ"** অর্থ পশুরোগ আইনের ধারা ২ এর দফা (ঙ) তে বর্ণিত রোগ;

(১৯) **"লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ;

(২০) **"হিমায়িত"** অর্থ ০ ডিগ্রি ফারেনহাইট অথবা −১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সংরক্ষণ বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়াকরণ;

(২১) **"শীতলীকরণ (chilled)"** অর্থ বরফ দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ে ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হইতে +৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অনধিক ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টা সংরক্ষণ বা সংরক্ষণের জন্য প্রক্রিয়াকরণ; এবং

(২২) **"সংক্রামক রোগ"** এর অর্থ তফসিল-৬ এর দফা (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত রোগ যাহা এক পশুর দেহ হইতে অন্য পশুর দেহে সংক্রমিত হয়;

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **পশু জবাইয়ের পদ্ধতি, ইত্যাদি।**—(১) আইনের ধারা ১৫ এর বিধান অনুযায়ী পশু জবাই নিষিদ্ধ দিবসে কোনো পশু জবাই বা মাংস বিক্রয় করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, মাংস বা মাংসজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কোনো পশু জবাই করিতে হইলে উক্ত পশু সুস্থ ও জীবিত হইতে হইবে এবং জবাইয়ের পূর্বে পশুকে অন্যূন ৬ (ছয়) ঘণ্টা বিশ্রামে রাখিতে হইবে।

(৩) পশু জবাইয়ের ১২ (বার) ঘণ্টা হইতে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানি ছাড়া অন্য কোনো খাবার খাওয়ানো যাইবে না।

(৪) কোনো পশু জবাইয়ের পূর্বে উহার শরীর ভালভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে, যাহাতে উহার শরীরে কোনো ময়লা বা মলমূত্র লাগিয়া না থাকে।

(৫) একই বা ভিন্ন প্রজাতির যাহাই হউক না কেন, কোনো অবস্থাতেই একটি পশুর সামনে অন্য পশু জবাই করা যাইবে না।

(৬) যে ব্যক্তি পশু জবাই করিবেন তাহাকে—

(ক) প্রাপ্তবয়স্ক, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং সংক্রামক রোগমুক্ত হইতে হইবে;

(খ) পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পোশাক পরিধান করিতে হইবে; এবং

(গ) জবাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় অনুশাসন বা পদ্ধতি জানা আবশ্যক হইলে উক্ত অনুশাসন বা পদ্ধতি জানিতে এবং জবাই কার্য পরিচালনাকালে উহা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৭) স্বয়ংকৃত জবাই প্রক্রিয়ায় পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে স্টেইনলেস স্টিলের পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত ধারালো ব্লেড ব্যবহার করিতে হইবে।

(৮) হালাল মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পশু জবাই করা যাইবে।

(৯) হালাল মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে—

(ক) সরকার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও পদ্ধতিতে পশু জবাই করিতে হইবে;

(খ) পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত ধারালো ছুরি বা চাকু অথবা স্টেইনলেস স্টিলের পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত ধারালো ছুরি ব্যবহার করিতে হইবে এবং জবাইকালে ছুরি একাধারে সামনে পিছনে চালনা করিয়া শ্বাসনালি (trachea),) খাদ্যনালি (oesophagus), ক্যারোটিড ধমনী (carotid artery) এবং জুগুলার রক্তনালি (jugular Vein) কর্তন নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

(গ) স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পশু জবাই করা যাইবে না, তবে প্রয়োজনে জবাইয়ের উদ্দেশ্যে যন্ত্রের দ্বারা পশুকে শোয়ানো যাইতে পারে।

(১০) যেখানে গবাদিপশু জবাই করা বা উহার কারকাস বা অফাল রাখা হইবে সেখানে গবাদিপশু ব্যতীত অন্য কোনো পশু জবাই করা বা উহার কারকাস বা অফাল রাখা যাইবে না।

(১১) কোনো কারণে জবাইয়ের পূর্বে সংশ্লিষ্ট পশু উত্তেজিত হইয়া পড়িলে উহাকে শান্ত করিবার জন্য ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ানের তত্ত্বাবধানে উক্ত পশুকে জবাইয়ের পূর্বে পৃথক স্থানে রাখিয়া পর্যাপ্ত বিশ্রাম প্রদানের মাধ্যমে পীড়ন (stress) কমাইয়া শান্ত করিতে হইবে এবং উক্ত পশু শান্ত হইলে জবাই করা যাইবে।

(১২) কোনো পশু জবাই করিবার পর উহার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পরেই কেবল শরীর হইতে ক্ষেত্রমত, চামড়া বা পশম বা উভয়ই ছাড়ানো যাইবে।

ব্যাখ্যা: এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "গবাদিপশু" অর্থ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা এবং অন্য কোনো আইনে নিষিদ্ধ না থাকিলে খরগোশ ও হরিণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪। **জবাইখানা স্থাপন, জবাই স্থান, ইত্যাদি**।—(১) আইন ও এই বিধিমালার অধীন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) কোনো জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় কোনো পশু জবাই করিতে হইলে, উক্ত—

(ক) স্থানটি পশু রাখিবার স্থান হইতে পৃথক হইবে;

(খ) স্থানের ছাদ আবহাওয়ার যে কোনো অবস্থার জন্য নিরাপদ, অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা সহনশীল এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(গ) স্থানটির দেয়ালের বহিরাবরণ পানি দ্বারা পরিষ্কারযোগ্য হইবে;

(ঘ) স্থান সেই পরিমাণ প্রশস্ত হইবে যাহাতে জবাইয়ের উদ্দেশ্যে পশুকে কম ক্লেশপূর্ণভাবে সহজে শোয়ানো যায়;

(ঙ) স্থানের মেঝে শক্ত, মসৃণ ও অভেদ্য (hard, smooth and impervious) এবং ঢাল নিষ্কাশন নালার অভিমুখী হইবে;

(চ) স্থান আবর্জনাযুক্ত অথবা ভেজা, পিচ্ছিল বা স্যাঁতস্যাঁতে হইবে না;

(ছ) স্থানটি অপেক্ষাকৃত উঁচু ও পরিষ্কার এবং নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাঁওড়, দীঘি, পুকুর, ঝর্ণা, জলাশয়, জলাভূমি, বন্যা প্রবাহ এলাকা বা সলল পানি ও বৃষ্টির পানি ধারণ করে এইরূপ স্থান হইতে দূরে হইবে যাহাতে জবাইকৃত পশুর রক্ত বা তরল কোনো বর্জ্য গড়াইয়া উহাতে না পড়ে;

(জ) স্থানে পর্যাপ্ত পরিষ্কার পানি সংরক্ষণ এবং ঠান্ডা ও গরম পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে; এবং

(ঝ) স্থানটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য না থাকিলে বিধি ৭ এর বিধান অনুযায়ী বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার অবকাঠামো নকশা এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে কোনক্রমেই কারকাস বা মাংসে রোগ-জীবাণুর সংক্রমণের সম্ভাবনা না থাকে এবং জবাই হইতে মাংস প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত কাঁচা মাংসের প্রবাহ একমুখী অর্থাৎ রেড জোন হইত ইয়েলো জোন হইয়া গ্রিন জোন অভিমুখী হয়।

(৪) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পশুর রোগাক্রান্ত অফাল বা ভিসেরা বা উহাদের অংশ সংরক্ষণের জন্য বায়ুরোধক নিরাপদ পাত্র মজুদ রাখিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ থাকিতে হইবে এবং মেঝে, দেয়াল, সিলিং ও ব্যবহারের যন্ত্রাদি সবসময় জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত রাখিতে হইবে।

(৬) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পশুর রক্ত বা তরল বর্জ্য নিষ্কাশন ও জমা করিবার জন্য, যথাক্রমে, পৃথক নালা এবং গর্ত বা অনুরূপ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

ব্যাখ্যা:—এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) **"রেড জোন"** অর্থ জবাই, জবাই পরবর্তী কারকাস পরীক্ষা ও পরিষ্কারকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কক্ষ বা স্থান, যেখানে কারকাসে সংক্রমণের সম্ভাবনা সর্বাধিক;

(খ) **"ইয়েলো জোন"** অর্থ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মাংসের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি হইতে ৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নির্দিষ্ট রাখিয়া প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্ধারিত স্থান বা শীতলীকরণ কক্ষ;

(গ) **"গ্রিন জোন"** অর্থ মাংস খণ্ড প্রস্তুতকরণ, মাংস হইতে হাড় পৃথকীকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ করিয়া মোড়কজাতকরণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কক্ষ বা স্থান, যাহা সংক্রমণ মুক্ত বা সংক্রমণের হার সর্বনিম্ন; এবং

(ঘ) **"মাংস প্রক্রিয়াকরণ"** অর্থ কাঁচা মাংস যাহা ৮ (আট) ঘণ্টার অধিক সময়ের জন্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে শীতলীকরণ বা হিমায়িতরূপে প্যাকেটকৃত বা কৌটাকৃত বা অনুরূপ অবস্থায় সংরক্ষিত মাংস।

৫। **পাখিজাতীয় প্রাণী জবাইখানায় আনয়ন, ইত্যাদি।**—(১) পাখিজাতীয় প্রাণী জবাইখানায় আনয়নকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) মৃত বা অসুস্থ পাখিজাতীয় প্রাণী আনয়ন করা যাইবে না;

(খ) জবাইয়ের জন্য খামার বা অনুরূপ স্থান হইতে, যতদূর সম্ভব, ক্লেশহীন অবস্থায় পাখিজাতীয় প্রাণী আনয়ন করিতে হইবে এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখিজাতীয় প্রাণী একই খাঁচা বা ক্রেটে পরিবহণ করা যাইবে না;

(গ) পরিবহণের জন্য খাঁচা বা ক্রেটের আকার বিবেচনা করিয়া উহাতে পাখিজাতীয় প্রাণীর প্রজাতি ও সংখ্যা এমনভাবে নির্ধারণ যাহাতে উহারা সহজে ও স্বস্তিতে দাঁড়াইতে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে;

(ঘ) পরিবহণকাল একটানা ১০০ (একশত) কিলোমিটার দূরত্ব বা ৩ (তিন) ঘণ্টার অধিক হইলে পথে অনুরূপ দূরত্ব বা সময়ের পরে কোনো পরিচ্ছন্ন ও ছায়াযুক্ত স্থানে অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের যাত্রা বিরতি করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো পাখিজাতীয় প্রাণী অসুস্থ না হইলে পরিবহণকালে পরিবহণযান হইতে নামানো যাইবে না;

(ঙ) পরিবহণকালে কোনো পাখিজাতীয় প্রাণী অসুস্থ হইলে উহাকে পৃথক করিয়া বহন এবং প্রয়োজনে নিকটস্থ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(চ) পাখিজাতীয় প্রাণী পরিবহণযানে উত্তোলনের পূর্বে এবং নামাইবার পরে ব্যবহৃত খাঁচা বা ক্রেটসহ পরিবহণযান জীবাণুনাশক ব্যবহার করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভেটেরিনারি কর্মকর্তা পরিদর্শন বা চিকিৎসাকালে পরিবহণযানে থাকা কোনো পাখিজাতীয় প্রাণী জুনোটিক রোগে আক্রান্তের বিষয় নিশ্চিত হইলে পশুরোগ বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) জবাইখানায় প্রবেশের পূর্বে ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক প্রত্যেকটি পাখিজাতীয় প্রাণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া শুধু সুস্থ পাখিজাতীয় প্রাণী জবাইয়ের জন্য উপযুক্ত মর্মে তফসিল-৭ অনুযায়ী প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিলে উহা জবাইখানায় গ্রহণ করা যাইবে।

(৪) জবাইখানায় প্রবেশের পূর্বে ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক পাখিজাতীয় প্রাণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া কোনো পাখিজাতীয় প্রাণী অসুস্থ প্রতীয়মান হইলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত অসুস্থ পাখিজাতীয় প্রাণী পৃথক স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত অসুস্থ পাখিজাতীয় প্রাণী কোনো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে পশুরোগ বিধিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অসুস্থ পাখিজাতীয় প্রাণী জুনোটিক রোগে আক্রান্ত হইলে পরিবহণযানের সকল পাখির ক্লেশহীন মৃত্যু ঘটাইয়া অন্যূন ৭ (সাত) ফুট গভীর গর্তে মাটি চাপা দিতে হইবে।

৬। **পাখিজাতীয় প্রাণী জবাই পদ্ধতি, প্রক্রিয়াকরণ, বর্জ্য অপসারণ, ইত্যাদি।**—(১) কোনো পাখিজাতীয় প্রাণী জবাইয়ের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) হালাল মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও পদ্ধতিতে পাখিজাতীয় প্রাণী জবাই করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে হালাল মাংস উৎপাদনের প্রয়োজন নাই সেইক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে বা ক্লেশহীনভাবে অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে (manual) জবাইপূর্বক রক্ত বাহির করা যাইবে;

(খ) জবাইকৃত পাখিজাতীয় প্রাণীর মৃত্যু নিশ্চিত হইবার পরই কেবল পালক বা পালকসহ চামড়া অপসারণ করা যাইবে;

(গ) শুধু পালক বা পালকসহ চামড়া অপসারণের কাজ হাতে বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাইবে;

(ঘ) রক্ত, ভিসেরা এবং পালক ভিন্ন ভিন্ন ছিদ্রহীন ঢাকনাযুক্ত পাত্রে জমা রাখিতে হইবে;

(ঙ) জবাই হইতে মাংস প্রক্রিয়াকরণ কার্যাদি পরিচালনা বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী একমুখী হইতে হইবে;

(চ) প্রয়োজন অনুযায়ী জবাই কার্যক্রম শুরুর পূর্বে এবং শেষে জবাইখানা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে; এবং

(ছ) জবাইকৃত পাখিজাতীয় প্রাণীর রক্ত বাহির হওয়া এবং মৃত্যু নিশ্চিত হইবার জন্য আবদ্ধ স্থান বা উপযুক্ত পাত্র থাকিতে হইবে।

(২) এই বিধির বিধান অনুযায়ী পাখিজাতীয় প্রাণী জবাইয়ের পর উহার কারকাস পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত করিবার পর মাথা, গলা ও পাসহ অন্যান্য অপসারণযোগ্য অঙ্গ অপসারণ এবং হৃৎপিণ্ড, যকৃত, গলা ও গিলা-কলিজা (gizzard) পৃথক মোড়কে কারকাসের সাথে বা পৃথকভাবে মাংস প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রেরণ করা যাইবে।

(৩) পাখিজাতীয় প্রাণী জবাইয়ের জন্য জবাইখানা অন্যূন ৩ (তিন) কক্ষবিশিষ্ট হইতে হইবে যাহার প্রথম কক্ষে জবাই, দ্বিতীয় কক্ষে চামড়া বা পালকসহ চামড়া অপসারণ এবং তৃতীয় কক্ষে ভিসেরা অপসারণপূর্বক পরিষ্কার করিয়া বিশুদ্ধ পানিতে ধৌতক্রমে গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৪) রক্ত, চামড়া বা পালকসহ চামড়া এবং ভিসেরা ছিদ্রহীন ও ঢাকনাযুক্ত পৃথক পাত্রে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রযোজ্যতা অনুযায়ী স্থানীয় বাজার কমিটি বা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থানে মাটির গর্তে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।

(৫) জবাই কাজে নিয়োজিত কর্মীগণ সংক্রামক রোগমুক্ত হইবেন ও সহজে পরিষ্কারযোগ্য হালকা রংয়ের পোশাক পরিধান করিবেন এবং জবাই হইতে মাংস প্রক্রিয়াকরণ কার্যকম পরিচালনাকালে তাহারা এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাতায়াত করিতে পারিবেন না।

৭। **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।**—(১) কোনো জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পশু জবাইয়ের পর উহার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) জনসমাবেশ বা গণমানুষের চলাচল আরম্ভের পূর্বে তরল বা কঠিন সকল বর্জ্য অপসারণ করিতে হইবে;

(খ) পশুর নির্গত রক্ত বা ধৌত করা পানি ও অন্যান্য তরল বর্জ্য সহজেই অপসারণের জন্য পৃথক নালাসহ নির্দিষ্টকৃত গর্তের দিকে প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা করা এবং নিরাপদ দূরত্বে নির্মিত গর্তে ফেলিয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া রাখা;

(গ) ভিসেরা বা উহার অভ্যন্তরীণ বর্জ্য এবং রক্ত একই স্থানে স্তূপীকৃত না করা;

(ঘ) তরল বা কঠিন কোনো বর্জ্য নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাঁওড়, দীঘি, পুকুর, ঝর্ণা, জলাশয়, জলাভূমি, বন্যা প্রবাহ এলাকা বা সলল পানি ও বৃষ্টির পানি ধারণ করে এইরূপ স্থানে নিষ্কাশনের মাধ্যমে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা না রাখা;

(ঙ) অফাল বা ভক্ষণযোগ্য হিসাবে সংগৃহীত নহে এইরূপ কঠিন বর্জ্য বা খাদ্যনালীর অভ্যন্তরস্থিত আংশিক পরিপাকীয় বা অপরিপাকীয় খাদ্যসামগ্রী নিরাপদ দূরত্বে গর্তে মজুদ করিয়া এমনভাবে মাটি চাপা দিতে হইবে যাহাতে উহার কোনো অংশ বাহির হইয়া না যায় বা দৃশ্যমান না হয় বা কোনো প্রাণী নখের আঁচড় দ্বারা মাটি সরাইয়া বাহির না করিতে পারে; এবং

(চ) দফা (খ) ও (ঙ) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া অফাল বা ভক্ষণযোগ্য হিসাবে সংগৃহীত নহে এইরূপ কঠিন বর্জ্য বা খাদ্যনালীর অভ্যন্তরস্থিত আংশিক পরিপাকীয় বা অপরিপাকীয় খাদ্যসামগ্রী পৃথক পৃথক ছিদ্রহীন ঢাকনাযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করিয়া কারকাস হইতে নিরাপদ দূরত্বে ভিন্ন কক্ষে বা সেডে সংরক্ষণ এবং জবাইয়ের ৬ (ছয়) ঘণ্টার মধ্যে অপসারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) কারকাস বা মাংস খণ্ড নিরাপদে স্থানান্তর করিয়া বর্জ্য অথবা ভক্ষণযোগ্য ও আর্থিকভাবে লাভজনক দেহের অংশ অপসারণের পর জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা জীবাণুনাশক দ্বারা ধৌত করিতে হইবে।

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান অনুযায়ী তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (Efluent Treatment Plant) স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) নাড়িভূড়ি বা বর্জ্য হিসাবে পরিত্যাজ্য কোনো অংশে ক্ষত দৃষ্টিগোচর হইলে জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে ভেটেরিনারিয়ান বা সংশ্লিষ্ট উপজেলার ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী অবহিত হইবার পর ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উহা পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রাথমিকভাবে কোনো সংক্রামক রোগের লক্ষণ আছে বলিয়া মনে করিলে উহা পরীক্ষার জন্য আইন ও বিধি মোতাবেক নমুনা সংগ্রহ করিয়া সরকার স্বীকৃত কোনো পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবেন।

(৬) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নমুনার অংশ হউক বা না হউক, নাড়িভূড়ি বা বর্জ্য হিসাবে ভক্ষণ অযোগ্য সকল অংশ ধ্বংস এবং উক্ত পরীক্ষার ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পশুর মাংস বা মাংসজাত পণ্য আটক করিয়া নিরাপদ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন আদেশ প্রাপ্তির পর ভেটেরিনারিয়ান বা জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক নিরাপদ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

(৮) এই বিধির বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া ভেটেরিনারি কর্মকর্তা আটককৃত মাংস ধ্বংসকরণ বা পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৯) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক সর্বত্র ভৌত (physical), রাসায়নিক (chemical) ও জৈবিক (biological) নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক মান নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শক বা কর্মী নিয়োজিত করিবেন।

(১০) আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) দফা (ক) ও (খ) এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিক চাহিদা পূরণের পর নিজ উদ্যোগে পরিবেশসম্মতভাবে তরল ও কঠিন বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৮। **জবাই নিষিদ্ধ পশু**—(১) কোনো ব্যক্তি আইন বা এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত জবাই নিষিদ্ধ পশু জবাই করিতে বা জবাই করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না।

(২) নিম্নবর্ণিত অবস্থার কোনো পশু জবাই করিবার উদ্দেশ্যে জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় আনয়ন বা জবাই করা যাইবে না, যথা :—

(ক) মৃতপ্রায় (moribund) পশু;

(খ) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমপ্রাপ্ত কোনো পশু;

(গ) চিকিৎসাধীন সংক্রামক রোগাক্রান্ত কোনো পশু;

(ঘ) গর্ভবতী পশু; এবং

(ঙ) লিঙ্গ নির্বিশেষে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত বয়সের নিম্নবয়স্ক কোনো পশু :

পশু	**জবাইয়ের জন্য ন্যূনতম বয়স (মাস হিসাবে)**
গরু	০৮ (আট)
মহিষ	০৮ (আট)
ছাগল	০৫ (পাঁচ)
ভেড়া	০৫ (পাঁচ)
উট	১২ (বারো)
দুম্বা	৬ (ছয়)
খরগোশ	৩ (তিন)
শুকর	৩ (তিন)

; এবং

(চ) নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত দুগ্ধবতী পশু, যথা :—

পশু	দুগ্ধদানকাল (অনধিক) (মাস হিসাবে)
গরু	৭ (সাত)
মহিষ	৭ (সাত)
ছাগল	৩ (তিন)
ভেড়া	৩ (তিন)
উট	৬ (ছয়)
দুম্বা	৩ (তিন)
খরগোশ	২ (দুই)

:

তবে শর্ত থাকে যে, শুকরের ক্ষেত্রে উক্ত দুগ্ধদানকাল হইবে অনধিক ৩ (তিন) সপ্তাহ।

(৩) উপ-বিধি (২) এর দফা (ঙ) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ধর্মীয় আচার অনুযায়ী জবাইয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স প্রযোজ্য হইবে না।

৯। **জবাই নিষিদ্ধ পাখিজাতীয় প্রাণী।**—(১) কোনো ব্যক্তি আইন বা এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত জবাই নিষিদ্ধ পাখিজাতীয় প্রাণী জবাই করিতে বা জবাই করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না।

(২) নিম্নবর্ণিত অবস্থার কোনো পাখিজাতীয় প্রাণী জবাই করিবার উদ্দেশ্যে জবাইখানায় আনয়ন বা জবাই করা যাইবে না, যথা :—

(ক) মৃতপ্রায় (moribund) পাখিজাতীয় প্রাণী;

(খ) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমপ্রাপ্ত কোনো পাখিজাতীয় প্রাণী;

(গ) লিঙ্গা নির্বিশেষে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত বয়সের নিম্নবয়স্ক কোনো পাখিজাতীয় প্রাণী, যথা :—

পাখিজাতীয় প্রাণী	জবাইয়ের জন্য ন্যূনতম বয়স (দিন)
মুরগি	৩৫ (পঁয়ত্রিশ)
হাঁস	৫০ (পঞ্চাশ)
রাজহাঁস	৫০ (পঞ্চাশ)
কবুতর	২০ (বিশ)
কোয়েল	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)
টার্কি	৯০ (নব্বই)

(ঘ) সংক্রামক রোগাক্রান্ত কোনো বয়সের পাখিজাতীয় প্রাণী।

(৩) উপ-বিধি (২) এর দফা (গ) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ধর্মীয় আচার অনুযায়ী জবাইয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স প্রযোজ্য হইবে না।

১০। **জবাই পূর্ব পশু পরীক্ষা।**—(১) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান পশু জবাইয়ের ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে উক্ত পশু জবাই উপযুক্ত কিনা তাহা পরীক্ষা করিবেন এবং এইরূপ পরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে।

(২) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান জবাই পূর্ব পরীক্ষাকালে দাঁড়ানো এবং উত্তেজিত নয় এইরূপ অবস্থায় পশুর নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক বিষয় পরীক্ষা করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) বয়স ও ওজন;

(খ) দাঁড়ানো বা চলাচলে কোনো অস্বাভাবিকতা;

(গ) শরীরের পরিচ্ছন্নতা;

(ঘ) শরীরের তাপমাত্রা;

(ঙ) শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদস্পন্দনের হার;

(চ) বাহ্যিক আচরণ, যাহা কোনো রোগের লক্ষণ;

(ছ) সংক্রামক রোগের বাহ্যিক কোনো লক্ষণ বা ক্ষত বা উহার চামড়া বা পশম, পরিপাকীয় অবশেষ ও শ্বসনতন্ত্র; এবং

(জ) অঙ্গাহানি রহিয়াছে কিনা।

(৩) পশু জবাইয়ের পূর্বে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) পশু বিগত ৬ (ছয়) মাস যে খামার বা এলাকায় লালিতপালিত হইয়াছে সেই খামার বা এলাকার রোগ পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ; এবং

(খ) জবাই পূর্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পশু চিকিৎসাধীন থাকিলে উহার ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থাপত্র এবং ঔষধের নিরাপদকাল (withdrawl period) বিশ্লেষণ এবং কারণ উল্লেখপূর্বক রক্ত, পশম, মল-মূত্র, লালা বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য নমুনা পরীক্ষার জন্য সরকার স্বীকৃত কোনো পরীক্ষাগারে প্রেরণ ও পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রদান।

(৪) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান উপ-বিধি (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট পশু কোনো জুনোটিক বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত নয় মর্মে প্রতীয়মান হইলে এবং সুস্থ হইলে জবাইয়ের জন্য উপযুক্ত মর্মে তফসিল-৭ অনুযায়ী প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট পশু কোনো জুনোটিক বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মর্মে প্রতীয়মান হইলে সংশ্লিষ্ট পশু জবাই উপযুক্ত নয় মর্মে উল্লেখ করিয়া নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিককে নির্দেশ প্রদান করিবেন, যথা :—

(ক) সংক্রামক রোগে আক্রান্ত পশুর যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী সংক্রামক রোগে আক্রান্ত পশুর সাথে থাকা সকল পশুর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(গ) পশুরোগ বিধিমালার বিধান অনুযায়ী সঙ্গানিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৪) এর অধীন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক তফসিল-৭ অনুযায়ী প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবেন।

(৬) কোনো পশু কোনভাবেই ভবিষ্যতে জবাইয়ের উপযোগী না হইলে সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারিয়ান বা ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উহাকে জবাই অযোগ্য ঘোষণা করিয়া পশুরোগ বিধিমালার বিধান অনুযায়ী অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জুনোটিক রোগে আক্রান্ত পশুকে ক্লেশহীন মৃত্যু ঘটাইয়া অন্যূন ৭ (সাত) ফুট গভীর গর্তে মাটি চাপা দিতে হইবে।

১১। **জবাই পরবর্তী পশু ও কারকাস পরীক্ষা।**—(১) জনস্বাস্থ্য, প্রাণীস্বাস্থ্য এবং মানসম্পন্ন মাংস উৎপাদন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জবাই পরবর্তী কারকাস পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) জবাইকৃত পশুর নাড়িভূড়ি অপসারণের পর জবাই পরবর্তী কারকাসের রং, মাংসের রং, আকার, ক্ষত বা ফোলা টিস্যু নিঃসৃত কোনো রস বা গন্ধ পরীক্ষা এবং উক্ত পরীক্ষার তথ্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেকটি পশুর কারকাস বা অঙ্গ বা উহার অঙ্গের কোনো অংশ পৃথকভাবে মাংস খণ্ড হইয়া থাকিলে প্রতিটি অঙ্গ বা উহার অংশ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখিতে হইবে এবং ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান পৃথকভাবে প্রত্যেকটি কারকাস বা মাংস বা মাংস খণ্ড বা উহার অংশ এবং সংশ্লিষ্ট স্থান, যন্ত্রাদি ও সুবিধাদির পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবেন।

(৪) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় রোগের কোনো লক্ষণ বা চিহ্ন (symptom and sign) পাওয়া না গেলে "ভক্ষণের জন্য উপযুক্ত" মর্মে উল্লিখিত কারকাসের দর্শনীয় স্থানে সিল প্রদান করিবেন এবং পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ ও স্বাক্ষর করিয়া জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক বা, ক্ষেত্রমত, তাহার উপস্থিত প্রতিনিধিকে প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পশুর আকার ছোট হইলে কারাকাসে সীল দেওয়ার পরিবর্তে পানিরোধক কাগজে "ভক্ষণের জন্য উপযুক্ত" লিখিয়া উক্ত পশুর গায়ে আটকাইয়া বা বাঁধিয়া দেওয়া যাইবে।

(৫) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় যদি প্রতীয়মান হয় যে, জবাইকৃত পশুটি জুনোটিক রোগে আক্রান্ত তাহা হইলে তিনি লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত কারকাস বা উহার অঙ্গ বা উপাঙ্গ নিরাপদ দূরত্বে ও পাত্রে প্রাথমিকভাবে সংরক্ষণ করিতে নির্দেশ দিবেন এবং ভেটেরিনারিয়ান এইরূপ সংরক্ষণের বিষয় নিকটস্থ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে অবহিত করিবেন এবং ভেটেরিনারি কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ নমুনা সংগ্রহ করিয়া সরকার স্বীকৃত কোনো পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর বিধান অনুযায়ী পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হইলে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান উক্ত জবাইকৃত পশুর কারকাসসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উপযুক্ত প্যাকেট বা পাত্রে সীলগালা করিয়া পৃথক ফ্রিজারে সংরক্ষণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৫) এর বিধান অনুযায়ী পরীক্ষাগারে প্রেরণের নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে না।

(৮) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ানের নিকট বাহ্যিক পর্যবেক্ষণে যদি প্রতীয়মান হয় যে, জবাইকৃত পশুর মাংস খাবার অনুপযুক্ত তাহা হইলে তিনি লিখিতভাবে উক্ত কারকাস এবং উহার সংস্পর্শে আসা সকল কারকাস বা মাংস ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষণা করিয়া জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং পশুরোগ বিধিমালা অনুযায়ী উহা ধ্বংস করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৯) এই বিধিমালার অধীন জবাইকৃত পশুর কারকাসসহ উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উপ-বিধি (৮) এর অধীন ধ্বংস করা হইলে তজ্জন্য উহার মালিক কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন না।

(১০) এই বিধির অধীন পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পশুর মাথা ও নাড়িভূড়ি জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার বাহিরে স্থানান্তর করা যাইবে না।

(১১) এই বিধির অধীন পরীক্ষাকালে মাংস বা অফাল কোন্ নির্দিষ্ট পশুর উহা শনাক্ত করা যায় এইরূপ চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে।

(১২) কোনো ব্যক্তি জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মধ্যে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ানের অনুমতি ব্যতিত বা পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো রসযুক্ত মেমব্রেন (serous membrane) বা কারাকাসের কোনো অংশ বা রোগাক্রান্ত কোনো টিস্যু ধুইয়া, আঁচড়াইয়া, কাটিয়া বা ছাটিয়া অপসারণ, পরিবর্তন বা অবমোচন করিতে পারিবেন না।

(১৩) পশুর মাথা পরীক্ষার পূর্বে চামড়া ছাড়াইয়া পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত এবং জিহ্বা গোড়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে যাহাতে মাস্টিকেটোরি মাংসপেশী (masticatory muscle) ও লিম্ফ নোড (lymph node) পরীক্ষা করা যায়।

(১৪) উপ-বিধি (১৩) এর বিধান অনুযায়ী পশুর মাথা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলে নিম্নবর্ণিত উপাঙ্গ পরীক্ষা করিতে হইবে, যথা :—

(ক) মুখ ও নাকের ছিদ্র;

(খ) সাব-ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি;

(গ) প্যারোটিড গ্রন্থি;

(ঘ) রিট্রোফ্যারিঞ্জাল লিম্ফ নোডস; এবং

(ঙ) টনসিল।

(১৫) কারকাস হইতে নাড়ি-ভূড়ি পৃথক করিবার পর সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান উহার পরিপাকতন্ত্রের নালি, হৃৎপিন্ড, পিত্তথলি, যকৃত, প্লীহা, ফুসফুস এবং, ক্ষেত্রমত, জরায়ু, ওলান, বৃক্ক ও অন্ডকোষ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

১২। **জবাইখানার পরিবেশ।**—(১) নিম্নবর্ণিত স্থানে বা উহার পার্শ্বে কোনো পশু জবাই বা জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করা যাইবে না, যথা:—

(ক) দৈনন্দিন কাজে পানি ব্যবহৃত হয় এইরূপ টিউবওয়েল বা পানির পাম্প বা পুকুর বা নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, দীঘি, পুকুর, ঝর্ণা, জলাশয়, জলাভূমি, বন্যা প্রবাহ এলাকা বা সলল পানি ও বৃষ্টির পানি ধারণ করে এইরূপ স্থান;

(খ) পাঠক্রম চলাকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা তদসংলগ্ন স্থান;

(গ) কোনো শিশু পার্ক বা খেলার মাঠ;

(ঘ) মহাসড়ক বা মূল সড়ক সংলগ্ন স্থান

(ঙ) হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ল্যাবরেটরি বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা অনুরূপ ভবন বা স্থান;

(চ) ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিতে পারে এইরূপ স্থাপনা বা তদসংলগ্ন স্থান;

(ছ) আবর্জনা স্তূপীকৃত করা হয় এইরূপ স্থানে বা তদসংলগ্ন স্থান; অথবা

(জ) কীটনাশক বা ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদিত হয় এইরূপ চত্বর বা সংলগ্ন স্থানে।

(২) আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্যতা ক্ষেত্রে, জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো থাকিতে হইবে।

১৩। **লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি, ইত্যাদি।**—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে চাহিলে তাহাকে তফসিল-১ এ বর্ণিত শ্রেণি অনুযায়ী, ক্ষেত্রমত, তফসিল-২ এর ফরম-১ বা ফরম-২ এ মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার লাইসেন্সের আবেদন করিতে চাহিলে তাহাকে উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ক্যাটাগরি অনুযায়ী সরাসরি হার্ডকপিতে অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ওয়েবলিংকে ই-ফর্মে বা ই-মেইলে সংশ্লিষ্ট কাগজাদির সফট কপি পিডিএফ আকারে আপলোড বা সংযুক্ত করিয়া আবেদন করিতে হইবে।

(৪) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার স্থাপনার লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা :—

(ক) হালনাগাদকৃত ট্রেড লাইসেন্স বা কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত হইলে উহার সনদ;

(খ) হালনাগাদকৃত ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সনদ;

(গ) হালনাগাদকৃত মূল্য সংযোজন কর (মূসক) সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঘ) ভূমি বা ভবন বা স্থানের মালিকানা বা লিজ প্রাপ্তির পক্ষে বৈধ কাগজাদি;

(ঙ) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপনার লে-আউটসহ প্লান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(চ) অন্যূন একজন ভেটেরিনারিয়ানসহ জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের বিবরণী; এবং

(ছ) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(৫) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ক্যাটাগরি অনুযায়ী লাইসেন্স ফি নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৬) এই বিধির অধীনে আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি করিবার পূর্বে জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার অবস্থান ও সামগ্রিক অবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও সরেজমিন পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উহা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ই-মেইল বা লাইসেন্সের আবেদনে অন্য যে মাধ্যমে অবহিত করিবার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে সেই পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্স বাবদ ফি জমা প্রদান করিয়া চালানের কপি দাখিলের জন্য তফসিল-৩ এর ফরম-৩ এর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন লাইসেন্স ফি জমা প্রদানের চালান দাখিল করা হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর নামে, প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, তফসিল-৩ এর ফরম-১ বা ফরম-২ অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৯) আবেদনকারী উপ-বিধি (৭) এ উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে চালানের কপি জমা প্রদান না করিলে তাহার আবেদন নিষ্পত্তিকৃত হিসাবে গণ্য হইবে এবং তিনি লাইসেন্স পাইবার অধিকারী হইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি লাইসেন্স পাইবার জন্য নূতনভাবে আবেদন করিতে পারিবেন।

(১০) উপ-বিধি (৬) এর অধীন লাইসেন্স প্রদানের আবেদন নামঞ্জুর হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তফসিল-৪ এর ফরম দ্বারা আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(১১) কোনো ব্যক্তি কোনো পশুজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য পশুরোগ আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন নিবন্ধন গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহাকে উক্ত নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হইবার পর এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। **লাইসেন্স নবায়ন।**—(১) কোনো ব্যক্তি জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার লাইসেন্স নবায়ন করিতে চাহিলে তাহাকে লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে মহাপরিচালক কর্তৃক ধার্যকৃত ফি পরিশোধ করিয়া তফসিল-২ এর ফরম-১ বা ফরম-২ অনুযায়ী সরাসরি হার্ড কপিতে অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ওয়েবলিংকে ই-ফর্মে বা ই-মেইলে সংশ্লিষ্ট কাগজাদির সফট কপি পিডিএফ আকারে আপলোড বা সংযুক্ত করিয়া আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনের সহিত বিদ্যমান লাইসেন্স এর কপি এবং ফি জমাদানের চালানের কপি জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন প্রাপ্তির পর, প্রয়োজনে, রেজিস্টার যাঁচাই করিতে এবং সংশ্লিষ্ট জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার অবস্থান ও সামগ্রিক অবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও সরেজমিন পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৪) এই বিধির অধীনে আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নবায়ন আবেদন নিস্পত্তি করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন লাইসেন্স নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ই-মেইল বা নবায়ন আবেদনে অন্য যে মাধ্যমে অবহিত করিবার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে সেই পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন বাবদ ফি জমা প্রদান করিয়া চালানের কপি দাখিলের জন্য তফসিল-৩ এর ফরম-৩ এর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) আবেদনকারী উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে চালানের কপি জমা প্রদান না করিলে তাহার নবায়ন আবেদন নিস্পত্তিকৃত হিসাবে গণ্য হইবে এবং তিনি লাইসেন্স নবায়ন পাইবার অধিকারী হইবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত সময় উত্তীর্ণের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত লাইসেন্স নবায়ন বাবদ ফি এর দ্বিগুণ অর্থ চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে বিলম্বের কারণ উল্লেখ করিয়া লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা যাইবে।

(৭) উপ-বিধি (৪) এর অধীন লাইসেন্স প্রদানের আবেদন নামঞ্জুর হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তফসিল-৪ এর ফরম দ্বারা আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৮) এই বিধির অধীন কোনো ব্যক্তির লাইসেন্স নবায়নের আবেদন না মঞ্জুরের ফলে তাহার অনুকূলে ইস্যুকৃত লাইসেন্স বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বন্ধ রাখিতে হইবে।

(৯) আইন এবং এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে বা উহা নবায়ন এর জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করা না হইলে বা উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে চালানের কপি জমা প্রদান না করিলে বা নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর হইলে উক্ত জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা পরিচালনা করা যাইবে না।

(১০) কোনো ব্যক্তি উপ-বিধি (৯) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা পরিচালনা করিলে উহা একটি অপরাধ হইবে এবং তজ্জন্য তিনি আইনের ধারা ৯ এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৫। **লাইসেন্স স্থগিত বা রহিত বা বাতিলকরণ**।—(১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ১১ এ উল্লিখিত কারণে লাইসেন্স স্থগিত বা রহিত বা বাতিল করিতে চাহিলে লাইসেন্স গ্রহীতাকে অনধিক ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে লাইসেন্স স্থগিত বা রহিত বা বাতিলের কারণ উল্লেখ করিয়া নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর লাইসেন্স গ্রহীতা নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কারণ না দর্শাইলে অথবা তাহার প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হইলে, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত জবাব প্রাপ্তির বা জবাব প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উক্ত লাইসেন্স গ্রহীতার লাইসেন্স স্থগিত বা রহিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির লাইসেন্স স্থগিত বা রহিত বা বাতিল করা হইল তিনি তদকর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

(৪) কোনো ব্যক্তি উপ-বিধি (৩) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা করিলে উহা একটি অপরাধ হইবে এবং তজ্জন্য তিনি আইনের ধারা ৯ এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৬। **প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা**।—(১) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, সময় সময়, তদবিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিককে অবহিত করিয়া অথবা অবহিত না করিয়া সাময়িকভাবে পশু রাখিবার স্থান, জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা ও পরিবেশ স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বা উহার যে কোনো ইউনিট বা যনবাহনে প্রবেশ ও পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ভেটেরিনারি কর্মকর্তার চাহিদা অনুযায়ী পশু বা পশুর মাংসের উৎস (root of origin), পশুর চিকিৎসা ও প্রয়োগকৃত ঔষধ, পশুখাদ্য ও পশু জবাই কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি বা যান্ত্রিক স্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি, পরিবহণ ব্যবস্থা, হিমাগার বা অনুরূপ স্থান বা যানবাহনে প্রবেশ ও পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন পরিদর্শনকালে মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ভেটেরিনারি কর্মকর্তা পরিদর্শনের জন্য মাংসের উৎস, পশুর চিকিৎসা ও প্রয়োগকৃত ঔষধ, পশুখাদ্য ও পশু জবাই কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি বা যান্ত্রিক স্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি, পরিবহন ব্যবস্থা, হিমাগার বা অনুরূপ স্থান বা যানবাহন, প্রয়োজনীয় সকল রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল-দস্তাবেজ, ভান্ডার ও এতদসংক্রান্ত কাগজাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ম্যানেজার বা কর্মচারী, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ভেটেরিনারি কর্মকর্তা এই বিধির অধীন পরিদর্শনকালে কোনো পশু বা পাখিজাতীয় প্রাণী সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মর্মে প্রতীয়মান হইলে রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী—

(ক) উহার সহিত অবস্থান করা সকল পশু বা পাখিজাতীয় প্রাণীর চিকিৎসা; এবং

(খ) পশুরোগ বিধিমালার বিধান অনুযায়ী সঙ্গানিরোধ।

এর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিককে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৫) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ভেটেরিনারি কর্মকর্তা এই বিধির অধীন পরিদর্শনকালে কোনো পশু বা পাখীজাতীয় প্রাণী জবাইয়ের উপযোগী প্রতীয়মান না হইলে উহাকে ভক্ষণ অযোগ্য ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া পশুরোগ বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ধ্বংস করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ্যা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৬) কোনো পশু বা পাখীজাতীয় প্রাণী রোগাক্রান্ত পাওয়া গেলে উহার উৎসস্থলসহ চিকিৎসা ব্যবস্থা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রতিবেদন আকারে মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৭) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা অথবা উহাদের যে কোনো ইউনিট বা পরিবহণযানে কারকাস বা উহার কোনো মাংস খণ্ড বা অঙ্গা বা উপাঙ্গা পর্যবেক্ষণকালে রোগাক্রান্ত বা খাদ্য হিসাবে অযোগ্য প্রতীয়মান হইলে উক্ত কারকাস বা মাংস খণ্ড বা অঙ্গা বা উপাঙ্গা আটক করিয়া আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ধ্বংসসহ রোগের কারণ নির্ধারণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) এই বিধির অধীন পরিদর্শনকালে মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় বা উহাদের যে কোনো ইউনিট বা পরিবহণযানে মাংস কাঁচা বা হিমায়িত বা প্যাকেটকৃত যে অবস্থায় হউক, ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি বা মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার জন্য তফসিল-৫ এর মাধ্যমে সরকার স্বীকৃত কোনো পরীক্ষাগারে প্রেরণ; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন পরীক্ষায় মাংসে নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি বা ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি পাওয়া গেলে বিপণনের উদ্দেশ্য মজুদাগার বা পরিবহণযান বা প্রদর্শনী বা বিক্রয় বা অন্য কোনোভাবে ব্যবহারের জন্য যেখানে যে অবস্থায় রহিয়াছে সে অবস্থায় আটক করিয়া বিধি মোতাবেক ধ্বংসের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৯) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ভেটেরিনারি কর্মকর্তা এই বিধির বিধান অনুযায়ী পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে হইবে।

১৭। **জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কর্মী ও মাংস বিক্রেতার স্বাস্থ্য**।—(১) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায়, প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি মজুদ থাকিতে হইবে।

(২) পশু জবাই বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্মীকে উক্ত পেশা গ্রহণ বা কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে এবং প্রত্যেক বৎসর মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৩) আইনের ধারা ১৩ এর বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত চিকিৎসক জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কর্মী ও মাংস বিক্রেতার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মী সংক্রামক অথবা ছোঁয়াচে রোগমুক্ত হইলে তাহার অনুকূলে স্বাস্থ্য সনদপত্র প্রদান করিবেন যাহার মেয়াদ হইবে সনদ প্রদানের তারিখ হইতে এক বছর।

(৪) উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক উপ-বিধি-(২) এর অধীন প্রদত্ত সনদপত্র জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক, ব্যবস্থাপক বা অন্য কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজনে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ানকে প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কর্মীকে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার নির্দেশমালা (personal hygiene guidelines) অনুসরণ করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার নির্দেশমালা জারি না হওয়া পর্যন্ত জবাইয়ের জন্য পশু বা উহার কারকাস বা মাংস ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োজিত কর্মী এবং, প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, ব্যবস্থাপনা এলাকায় আগত দর্শনার্থীকে—

(ক) সহজে পরিষ্কারযোগ্য হালকা রংয়ের পোশাক বা এ্যাপ্রোন (apron), পানি প্রতিরোধক জুতা, টুপি, মাস্ক এবং, প্রয়োজনে, ঘাড়বর্ম (neck shield) ব্যবহার করিতে হইবে; এবং

(খ) মাংস হস্ত দ্বারা ধরিবার ক্ষেত্রে পানিরোধক হাত মোজা (hand gloves) ব্যবহার করিতে হইবে।

(৭) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কর্মীকে দৈনন্দিন ভিত্তিতে কাজ শুরুর পূর্বে এবং শেষে হাত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে এবং অপরিচ্ছন্ন বা মাংস বা রক্ত বা অন্য কোনো আবর্জনা লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ পোশাক পরিধান করিয়া কাজ করিতে পারিবে না।

(৮) কোনো কর্মী জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বা সংরক্ষণ করা হয় এইরূপ স্থানের বাহিরে কোনো কারণে গমন করিলে কর্মে যোগদানের পূর্বে তাহাকে পুনরায় পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত হইতে হইবে।

(৯) জবাইকারী বা কোনো কর্মীর গায়ে ঘা, কাটা বা থেতলানো (abrasion) থাকিলে এবং উহা পুঁজযুক্ত (purulent) হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট কাজ করিতে বা কাজে যোগদান করিবেন না।

(১০) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কর্মী ও মাংস বিক্রেতার স্বাস্থ্যসনদ থাকা সত্ত্বেও কাজে নিয়োজিত থাকিবারকালে কোনো সংক্রামক অথবা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট কাজ হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

(১১) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক বা ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান উক্ত কর্মীকে তাৎক্ষণিকভাবে কর্ম হইতে সুর্নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত বা সংক্রামক রোগমুক্তিকাল বা সংগনিরোধকাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন বা আদেশ প্রদান করিবেন।

(১২) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বা সংরক্ষণ করা হয় এইরূপ কোনো কক্ষে বা যাতায়াতের পথে পানি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার খাদ্য গ্রহণ এবং ধুমপান করা যাইবে না।

(১৩) এই বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে, প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, পশুরোগ বিধিমালার তফসিল ৭(ছ) এবং তফসিল ৭(জ) এ উল্লিখিত মাংস প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট স্থাপনের শর্তাবলী যেমন, অবকাঠামো, সরঞ্জাম, কারখানার কার্যক্রম পরিচালনা, কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি, মোড়ানো এবং প্যাকেট করা, গুদামজাত করা ও কারখানা পরিদর্শন সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

১৮। **পশু, মাংস ও মাংসজাত পণ্য পরিবহণ, ইত্যাদি**।—(১) পশু, মাংস ও মাংসজাত পণ্য পরিবহণ ও বিপণনের জন্য পরিবহণযানে উঠাইবার পূর্বে এবং নামাইবার পরে পরিবহণযানটি মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে।

(২) পশু, মাংস ও মাংসজাত পণ্য পরিবহণ ও বিপণনে ব্যবহৃত পরিবহণযানের চালকের নিকট নিম্নবর্ণিত তথ্য সংবলিত তথ্য কার্ড থাকিতে হইবে, যথা :—

(ক) পরিবহণযানের মালিক এবং পরিবহণযান সংশ্লিষ্ট চালক ও সহায়ক কর্মীদের নাম ও ব্যক্তিগত পরিচয়মূলক তথ্য, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং যোগাযোগের নম্বর;

(খ) পরিবহণস্থিত পশুর নাম ও সংখ্যা;

(গ) যে স্থান বা খামার হইতে পশু সংগ্রহ করা হইয়াছে উহার নাম ও ঠিকানা;

(ঘ) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার নাম, জবাইয়ের তারিখ ও সময় (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী);

(ঙ) মাংসের প্রকৃতি ও পরিমাণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(চ) যাত্রা শুরুর তারিখ ও সময়; এবং

(ছ) গন্তব্য।

(৩) দূরত্ব এবং রাস্তা বিবেচনায় পশুকে হাঁটাইয়া বা সড়কপথে মোটর গাড়ি দ্বারা বা রেলপথে ওয়াগনে বা নৌযানে বা উড়োজাহাজে প্রাণী কল্যাণ এবং ক্লেশ বিবেচনা করিয়া পরিবহণ করিতে হইবে এবং পরিবহণযানে উঠানো বা নামানোর সময় পশু যেন কোনভাবে পীড়ন (stress), আঁচড়লাগা (bruises), পদদলন (trampling), দমবন্ধ হওয়া (suffocation), হৃদযন্ত্র বন্ধ হওয়া (heart failure), খরতাপজনিত অবসান (heat stroke), রোদে পুড়িয়া যাওয়া (sun burn), পেট ফুলা (bloat), বিষক্রিয়া (poising), শিকারির আঘাত (predation), পানিশূন্যতা (dehydration), আঘাত (injuries) এবং পরস্পপরের লড়াই (fighting) অবস্থায় পতিত না হয় উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) একই পরিবহণযানে একইসাথে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির পশু পরিবহণ করা যাইবে না।

(৫) পশু পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত পরিবহণযানের মেঝে সমতল ও অমসৃণ হইতে হইবে এবং এইরূপ বড় কোনো ছিদ্র থাকিবে না যাহাতে পশুর পা ঢুকিয়া পড়ে বা অন্য কোনোভাবে আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৬) পরিবহণযানে পশুভিত্তিক জায়গার পরিমাণ হইবে প্রত্যেকটি পশুর ক্ষেত্রে দেহের মাঝামাঝি অংশের চওড়ার তুলনায় উভয় পার্শ্বে অন্যূন ১৫ (পনের) সেন্টিমিটার এবং মাথা এবং লেজের গোড়া হইতে উভয় দিকে অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) সেন্টিমিটার।

(৭) পরিবহণযানে পশু উঠানো বা নামানোর ক্ষেত্র র‍্যাম্প ব্যবহার করিতে হইবে এবং জরুরি ভিত্তিতে পশু অবতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবহণযানে বহনযোগ্য র‍্যাম্প থাকিতে হইবে।

(৮) দূরত্ব বিবেচনায় পরিবহণযানে উঠাইবার পূর্বে পশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ও খাদ্য খাওয়াইতে হইবে।

(৯) পরিবহণকালে কোথাও কোনো পশু অসুস্থ হইলে বা কোনো কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে বা দ্রুত সময়ের মধ্যে স্থানীয় ভেটেরিনারি কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত মনে করিবেন চালক বা পরিবহণকারীকে সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(১০) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা হইতে পশুর কারকাস বা উহার কোনো অংশ শীতলীকরণ বা হিমায়িত অবস্থা ব্যতীত কোনভাবেই খোলা অবস্থায় পরিবহণ করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, পানি বা ধুলা-বালি নিরোধক জীবাণুমুক্ত আবরণ বা ঢাকনা দ্বারা ঢাকিয়া অনধিক এক ঘণ্টা পর্যন্ত পরিবহণ করা যাইবে।

(১১) মহাপরিচালক অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ানের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, পশু, মাংস বা মাংসজাত পণ্য পরিবহণের সময় আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধি লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি বিধি অনুযায়ী উক্ত পশু, মাংস ও মাংসজাত পণ্য বাজেয়াপ্ত, অপসারণ বা ধ্বংস করিতে অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি বা বিলি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৯। **শীতলীকরণ বা হিমায়িত কাঁচা মাংস পরিবহণ।**—(১) শীতলীকরণ বা হিমায়িত কাঁচা মাংস পরিবহণকালে ব্যবহৃত পরিবহণযানের চালকের নিকট নিম্নবর্ণিত তথ্য সংবলিত তথ্য কার্ড থাকিতে হইবে, যথা :—

(ক) পরিবহণযানের মালিক এবং পরিবহণযান সংশ্লিষ্ট চালক ও সহায়ক কর্মীদের নাম ও ব্যক্তিগত পরিচয়মূলক তথ্য, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং যোগাযোগের নম্বর;

(খ) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার নাম, জবাইয়ের তারিখ ও সময় (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী);

(গ) মাংসের জন্য পশুর নাম, মাংসের প্রকৃতি ও পরিমাণ;

(ঘ) সংরক্ষণের তাপমাত্রা;

(ঙ) যাত্রা শুরুর তারিখ ও সময়; এবং

(চ) গন্তব্য।

(২) শীতলীকরণ বা হিমায়িত কাঁচা মাংস পরিবহণকালে গন্তব্যে পৌছাইবার পূর্বে কোথাও যাত্রাবিরতি করিবার সময় সংশ্লিষ্ট পরিবহণযানের কুলিং অংশ খোলা রাখা যাইবে না।

(৩) শীতলীকরণ বা হিমায়িত কাঁচা মাংস পরিবহণকালে গন্তব্যে পৌছাইবার পূর্বে কোথাও যাত্রাবিরতি করিবার প্রয়োজন হইলে এবং উক্ত যাত্রাবিরতিকাল ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার অধিক হইলে বা কুলিং সিস্টেম অকার্যকর হইলে চালক বা পরিবহণকারী বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট মালিক বা স্থানীয় ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

২০। **জরুরি জবাই।**—(১) যদি কোনো পশু সাময়িকভাবে পশু রাখিবার স্থান বা পরিবহণকালে দুর্ঘটনাজনিত কারণে এমনভাবে আহত বা আক্রান্ত হয় যাহা চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করা বা পশুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আনা সম্ভব নহে তাহা হইলে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান ক্লেশহীন পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া উক্ত পশু জরুরী ভিত্তিতে জবাই করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ানের অনুমতি পাওয়া না গেলে এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী উক্ত পশুর ব্যথাহীন মৃত্যু (Euthanasia) ঘটানো যাইবে এবং মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : "ব্যথাহীন মৃত্যু (Euthanasia)" অর্থ যথাসম্ভব বিনা উৎপীড়ন ও বেদনাবিহীন মৃত্যু।

২১। **জবাইকৃত পশুর কারকাস বা মাংস বা অফাল পরীক্ষা, ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষণা, আটক, ধ্বংস, ইত্যাদি।**—(১) কোনো জবাইকৃত পশুর মাংস ভক্ষণ অযোগ্য কি না তাহা নিম্নবর্ণিত উপায়ে পরীক্ষা করিতে হইবে, যথা :—

(ক) মাংসের রং, গন্ধ ও গঠন এবং অন্য কোনো বহিঃদ্রব্যাদির উপস্থিতি সংক্রান্ত ভৌত অবস্থা পর্যবেক্ষণ;

(খ) ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা সংক্রামক রোগের জীবাণুর উপস্থিতি বা পরিমাণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সরকার স্বীকৃত কোনো পরীক্ষাগারে পরীক্ষা; এবং

(গ) মহাপরিচালক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী মাংসের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বিপত্তি (hazards) এর উপস্থিতি বা মাত্রার সহিত ভক্ষণ অযোগ্য মাংসে উক্তরূপ মাত্রার তুলনা।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী কোনো জবাইকৃত পশুর সম্পূর্ণ কারকাস বা কারকাসের অংশ বা মাংস বা অফাল মানুষের খাদ্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইলে ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উহা এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান অনুযায়ী উক্ত সম্পূর্ণ কারকাস বা কারকাসের অংশ অথবা মাংস ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষণা করিবেন এবং ধ্বংস করিবার জন্য আটক করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুযায়ী আটক করিবার পর ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যথা :—

(ক) ভক্ষণ অযোগ্য মাংস ধ্বংস করিবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিককে অবহিত করিয়া নোটিশ প্রদান;

(খ) ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত মাংস বা উহার অংশ যেখানে যে অবস্থায় রহিয়াছে উহা তদকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থানে স্তুপ করা; এবং

(গ) ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত মাংস বা উহার অংশ এমনভাবে ধ্বংসকরণ যাহাতে উহা কোনভাবেই মানব খাদ্য চেইনে (food chain) প্রবেশ করিতে না পারে।

(৪) ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত কারকাস বা আংশিক কারকাস বা মাংস বা অফাল ভক্ষণ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের উপযোগী তাহা হইলে তিনি উহা যে সকল কাজে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত উহা লিখিতভাবে জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক বা প্রতিনিধিকে অবহিত করিবেন এবং বায়ুরোধক পাত্রে মোড়কীকরণের ব্যবস্থা করিয়া বন্ধ অবস্থায় দ্রুত ব্যবহারের উপযোগী স্থানে স্থানান্তরের আদেশ প্রদান করিবেন।

(৫) কোনো ব্যক্তি উপ-বিধি (৪) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত কারকাস, আংশিক কারকাস অথবা মাংস যেই কাজের জন্য ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যতিরেকে অন্য কোন কাজে ব্যবহার করিলে বা ব্যবহারের চেষ্টা করিলে অথবা ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে বিক্রয় করিলে বা বিক্রয়ের জন্য চেষ্টা বা মজুদ করিলে উহা একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি আইনের ধারা ৯ এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৬) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভক্ষণ অযোগ্য মাংস আটক বা ধ্বংসের জন্য জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না।

(৭) ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত কারকাস বা আংশিক কারকাস বা মাংস বা অফাল অপসারণের পর কারখানা বা বিক্রয় স্থাপনার সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করিতে হইবে।

২২। **ল্যাবরেটরিতে নমুনা প্রেরণ।**—(১) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী, প্রয়োজনে, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক বা তাঁহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কারকাস, আংশিক কারকাস, মাংস, ভক্ষণযোগ্য অফাল বা ভক্ষণ অযোগ্য অফাল বা অন্য কোন অংশ, ব্যবহৃত পানি, বরফ অথবা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত দ্রব্যের পরীক্ষার জন্য অনধিক ৩ (তিন) টি নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন যে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান আটক ঘোষণা করিতে এবং জীনাণুমুক্ত, বায়ু ও পানি রোধক পাত্রে সংরক্ষণপূর্বক পৃথক স্থানে হিমায়িতকরণ করিয়া সংরক্ষণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(৩) ভেটিরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন নমুনা সংগ্রহ, আটক ঘোষণা এবং সংরক্ষণ আদেশে সংশ্লিষ্ট পশুর নাম, পশুর শরীর বা কারাকাসের বা বর্জ্যের যে অংশ হইতে সংগৃহীত তাহার নাম, পরিমাণ, সংগ্রহের তারিখ, স্থাপনার নাম বা আনুষঙ্গিক তথ্যাদি উল্লেখ করিয়া উপস্থিত অন্যূন ২ (দুই) জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন এবং উহাতে নিজেও স্বাক্ষর করিবেন।

(৪) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী সংগৃহীত নমুনা জীবাণুমুক্ত পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি বা ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ বা মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি বা কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (সিডিআইএল) বা আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (এফডিআইএল) বা অনুরূপ কাজের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রেরণ করিবেন এবং উহা মহাপরিচালককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি উপ-বিধি (৪) এর বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত নমুনা পরীক্ষা করিয়া তদসম্পর্কে প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া উহা নমুনা প্রেরণকারীকে, যথাশীঘ্র সম্ভব, অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে উপ-বিধি (৪) এর বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত নমুনা অধিকতর পরীক্ষার জন্য সরকার স্বীকৃত রেফারেন্স ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৭) ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের চিফ ভেটেরিনারি কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, উপ-বিধি (৪) এর বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত নমুনা বিদেশের কোনো এক্রিডেটেড ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৮) নমুনা পরিবহণ বা প্যাকিং এবং পরীক্ষা বাবদ প্রয়োজনীয় সমুদয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিকের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে।

(৯) এই বিধির অধীন প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া, ক্ষেত্রমত, কারকাস বা উহার অঙ্গ বা উপাঙ্গ ভক্ষণযোগ্য মর্মে উল্লেখ করিয়া অবমুক্ত করা যাইবে অথবা প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী পুড়াইয়া ধ্বংস করিয়া মহাপরিচালককে অবহিত করিতে হইবে।

২৩। **লেবেল সংযুক্তি**।—(১) বাংলাদেশে উৎপাদিত ও শীতলীকরণকৃত বা হিমায়িত মাংসের প্যাকেটে বা পাত্রে অমোচনীয় ও খাদ্য উপযোগী কালি দ্বারা মুদ্রিত কাগজে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) উৎস পশুর সাধারণ নাম;

(খ) মেরিনেটেড বা নন-মেরিনেটেড;

(গ) মাংসের টুকরা বা মাংস খণ্ডের নাম;

(ঘ) জবাইয়ের তারিখ;

(ঙ) প্যাকিং করিবার তারিখ;

(চ) উত্তম ভোগের শেষ তারিখ;

(ছ) সংরক্ষণের তাপমাত্রা;

(জ) হালাল মাংসের সীলমোহর (হালাল মাংস উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ঝ) নিট ওজন (কিলোগ্রাম);

(ঞ) লাইসেন্স নম্বর এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ; এবং

(ট) উৎপাদনকারী বা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বর।

(২) আমদানিকৃত মাংসের ক্ষেত্রে যে দেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে উহার নাম এবং তফসিল-৮ ও আইনের ধারা ২১ ও বিধি ২৫ এর বিধান অনুযায়ী জারীকৃত নির্দেশনায় উল্লিখিত ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বিপত্তির উপস্থিতি বা নির্ধারিত মাত্রার অধিক নাই মর্মে ঘোষণা থাকিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) **"মেরিনেটেড"** এর অর্থ কাঁচা মাংসের মাংস খণ্ড বা টুকরা মাংসকে ভিনেগার বা লেবুর রস, আম বা পেঁপের এনজাইম, মশলাসহ ভোজ্য তৈল বা সয়া সসে ভিজাইয়া অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে রান্নার উপযুক্ত করিবার এবং সুগন্ধ ও মাংসের বাহ্যিক গঠনের পরিবর্তন (flavour and texture) আনয়নের জন্য সাধারণ তাপমাত্রায় অনূর্ধ্ব ১২ (বারো) ঘণ্টা বা শীতলীকরণ অবস্থায় অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) দিনের জন্য সংরক্ষণ; এবং

(খ) **"উত্তম ভোগের শেষ তারিখ"** অর্থ তাপমাত্রা ও মোড়কীকরণের উপর ভিত্তি করিয়া মজুদকৃত বা প্রক্রিয়াকরণকৃত মাংস মোড়কের লেবেলে উল্লিখিত নিরাপদ ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ বা মেয়াদ।

২৪। **মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ**।—(১) আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার সর্বত্র মাংসের মান রক্ষা করিবার জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক ঘোষিত ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মান নিশ্চিত করিবার জন্য উপযুক্ত মান-নিয়ন্ত্রণ কর্মী নিয়োজিত রাখিতে হইবে।

(২) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় উৎপাদিত মাংস ও ব্যবহৃত প্যাকেট বা যন্ত্রের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত সুবিধাসম্পন্ন ল্যাবরেটরি থাকিতে হইবে।

(৩) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় জবাইপূর্ব পশু পরীক্ষা হইতে শুরু করিয়া প্যাকেটজাত করা পর্যন্ত সকল স্তরে নামফলক বা ট্যাগ লাগানোর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং উক্ত নামফলকে বা ট্যাগে পশুর নাম ও জাত, ব্যাচ নম্বর, জবাইয়ের তারিখ ও সময় এবং উৎপাদনকারীর নাম সংবলিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদির উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) উৎপাদন ও বিপণন পর্যায়ে কারকাস বা প্রক্রিয়াকরণকৃত মাংসে কোনো ধরনের ক্ষতিকর জীবাণু বা ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক অথবা ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী উহার উৎস সনাক্ত (trace back) করিয়া প্রয়োজনীয় প্রতিকার বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৫। **নির্দেশনা জারির ক্ষমতা**।—(১) আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আইন ও এই বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া আইন ও এই বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নির্দেশনা জারি করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) পশু বা যে কোনো প্রজাতির পশু জবাই নিষিদ্ধ ঘোষণা;

(খ) পরিবেশ অধিদপ্তরের সহিত পরামর্শক্রমে জবাই সম্পর্কিত কাজ হইতে উৎপাদিত বর্জ্য অপসারণ;

(গ) কোনো পশুর মাংস ভক্ষণ অযোগ্য কি না তাহা পরীক্ষার জন্য ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বিপত্তি এর উপস্থিতি বা মাত্রার সহিত মাংস পরীক্ষায় প্রাপ্ত মাত্রার তুলনা করিয়া মান নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়;

(ঘ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মাংস উৎপাদনের জন্য পশু জবাইয়ের পর মাংস ও মাংসজাত পণ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত পদ্ধতি;

(ঙ) বিদ্যমান আইন বা বিধিমালা বা প্রবিধানমালার সহিত সমন্বয় করিয়া মাংস বা মাংসজাত পণ্যের মান নির্ধারণ বা মান নিয়ন্ত্রণ;

(চ) পাখিজাতীয় প্রাণীর মাংসের মান নির্ধারণ;

(ছ) মাংসের সংরক্ষণ, প্যাকিং বা পরিবহণ বিষয়ে CODEX Elimentarius বা Hazard Analysis and Critical Control Point এর নির্দেশাবলি বা মান ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয় অথবা নির্দেশাবলি বা মান নির্ধারণ;

(জ) কাঁচা মাংস বিপণনের উদ্দেশ্যে প্যাকিং বা হিমায়িত কাঁচা মাংস আমদানির ক্ষেত্রে তফসিল ৮ এ উল্লিখিত বিপত্তি এর উপস্থিতি বা নির্ধারিত মাত্রা সংক্রান্ত বিষয়;

(ঝ) মাংস রপ্তানির ক্ষেত্রে আমদানিকারক দেশের চাহিদা অনুযায়ী মান ও শর্ত নির্ধারণ;

(ঞ) ভক্ষণ অযোগ্য কারকাস বা মাংস বা অফাল স্তুপ করা, ধ্বংস এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি;

(ট) কোনো পশুকে কি পরিমাণ দূরত্বে হাঁটানো এবং পরিবহণযানে কি পরিমাণ সময় একাধারে দাঁড় করানো যাইবে তদসম্পর্কিত বিষয়; এবং

(ঠ) জনস্বাস্থ্য ও প্রাণীস্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করিয়া পোষ্ট মর্টেমকালীন পরীক্ষার সময় অঙ্গ বা টিস্যু বা উপাঙ্গ পরীক্ষা করা সংক্রান্ত বিষয়।

২৬। **প্রশিক্ষণ**।—মহাপরিচালক, প্রয়োজনে, জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কর্মীদের দক্ষ করিবার জন্য মান নিয়ন্ত্রণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করিয়া প্রশিক্ষণ আয়োজন অথবা জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা কর্তৃপক্ষকে উক্ত মডিউল অনুসারে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের আদেশ দিতে পারিবেন।

তফসিল-১

[বিধি ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার শ্রেণি

ক্রমিক নং	মাংস বা মাংসজাত পণ্য উৎপাদন পরিমাণ (সপ্তাহ হিসাবে)	ক্যাটাগরি
১।	৮ (আট) টন বা উহার উর্ধ্বে;	এ
২।	১ (এক) টনের বেশী কিন্তু ৮ (আট) টনের নিম্নে;	বি
৩।	১ (এক) টন বা উহার নিম্নে	সি

তফসিল-২

ফরম-১

[বিধি ১৩(২) ও ১৪(১) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর সাম্প্রতিক ছবি (সত্যায়িত)

বরাবর

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ফার্মগেইট, ঢাকা।

বিষয় : **পশুর জবাইখানা/মাংস বিক্রয় স্থাপনা/মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা (ক্যাটাগরি এ/বি/সি) হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি/নবায়নের জন্য আবেদন।**

১। (ক) মালিকের নাম :

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (কপি সংযুক্তসহ) :

(গ) যোগাযোগের ঠিকানা (মোবাইল নম্বর ও ই-মেইলসহ) :

২। (ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (নিজস্ব ওয়েবসাইটসহ, যদি থাকে) :

(খ) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার ঠিকানা (দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোবাইল নম্বর ও ই-মেইলসহ) :

৩। জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় যে পশু/পাখিজাতীয় প্রাণী জবাই/প্রক্রিয়াকরণ/মাংস বিক্রয়ের জন্য স্থাপন করা হইবে/হইতেছে তাহাদের নাম :

৪। (ক) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় প্রত্যেক সপ্তাহে গড়ে কতটি পশু/পাখিজাতীয় প্রাণী জবাই করা হইবে বা হইতেছে উহার নামসহ সংখ্যা :

(খ) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় প্রত্যেক সপ্তাহে গড়ে যে পরিমাণ মাংস উৎপাদিত হইবে/হইতেছে
[পশু/পাখিজাতীয় প্রাণীর নামসহ পরিমাণ (মেঃ টনে)] :

৫। জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার অবকাঠামোগত সুবিধার (ভবন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার) সংক্ষিপ্ত বিবরণী (লেআউট প্লান সংযুক্ত করিয়া দেখাইতে হইবে) :

৬। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির বিবরণ :

(ক) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা—

(১) পশু/পাখিজাতীয় প্রাণী শোয়ানো :

(২) জবাইকরণ :

(৩) চামড়া বা পালক ছাড়ানো :

(৪) কারকাস পৃথকীকরণ :

(খ) কারকাস ধৌতকরণ :

(গ) মাংস খণ্ডকরণ :

(ঘ) প্যাকিং :

(ঙ) লেবেলিং :

(চ) আন্তঃকারখানায় পরিবহণ :

(ছ) জৈবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা :

৭। জনবলের তথ্যাদি (বিস্তারিত) :

(ক) ভেটেরিনারিয়ানের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর (রেজিস্ট্রেশন সনদসহ) :

(খ) জবাইকারীদের নাম (স্বাস্থ্য সনদসহ) :

৮। ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (সনদসহ) :

৯। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

১০। ট্রেড লাইসেন্স/স্টক কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন নম্বর (হালনাগাদকৃত সনদের কপিসহ) :

১১। পরিবেশ ছাড়পত্র ইস্যুর তারিখ (ছাড়পত্রের কপিসহ) :

১২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর (শুধুমাত্র লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে, লাইসেন্সের কপিসহ) :

১৩। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১৪। (ক) পশু/পাখিজাতীয় প্রাণী প্রাপ্তির উৎস (খামার হইলে উহার হালনাগাদকৃত রেজিস্ট্রেশন সদনসহ) :

(খ) আমদানিকৃত পশু/পাখিজাতীয় প্রাণী হইলে উৎস (খামার যে এলাকার সেই এলাকাসহ দেশের নাম) :

১৫। রাসায়নিক ও অনুজীবীয় পরীক্ষার সুবিধা (ল্যাবরেটরি) আছে কিনা :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্যাদি সঠিক, আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ এ বর্ণিত এতদসংক্রান্ত নিরাপদতা ও নিরাপত্তার জন্য মাংসের মান বিষয়ে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশনাসহ সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর
স্বাক্ষর
(সিল মোহর)

তারিখ :

ফরম-২

[বিধি ১৩(২) ও ১৪(১) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর সাম্প্রতিক ছবি (সত্যায়িত)

বরাবর

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ফার্মগেইট, ঢাকা।

বিষয় : **মাংস বিক্রয় স্থাপনার লাইসেন্সপ্রাপ্তি/নবায়নের জন্য আবেদন।**

১। (ক) মালিকের নাম :

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (কপি সংযুক্তসহ):

(গ) যোগাযোগের ঠিকানা (মোবাইল নম্বর ও ই-মেইলসহ) :

২। (ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (নিজস্ব ওয়েবসাইটসহ, যদি থাকে) :

(খ) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার ঠিকানা (দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোবাইল নম্বর ও ই-মেইলসহ) :

৩। বিক্রয় স্থাপনায় যে পশু/পাখিজাতীয় প্রাণীর মাংস বিক্রয় করা হইবে/হইতেছে উহাদের নাম :

৪। দোকানে প্রত্যেক সপ্তাহে গড়ে যে পরিমাণ মাংস বিক্রয় করা হইবে/হইতেছে (পশু/পাখিজাতীয় প্রাণীর নামসহ পরিমাণ (মেঃ টনে) :

৫। বিক্রয় স্থাপনায় অবকাঠামোগত সুবিধার (ভবন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি, বিদ্যুৎ, শীতলীকরণকৃত বা হিমায়িতকরণে ব্যবস্থাপনা) সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

৬। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির বিবরণী :

(ক) মাংস খণ্ডকরণ :

(খ) প্যাকিং :

(গ) লেবেলিং :

(ঘ) জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা হইতে দোকানে মাংস পরিবহণের জন্য চিলিং ভ্যান :

(ঙ) জৈবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা :

(চ) কাঁচামাংস মজুদকরণ (ক্ষমতাসহ) :

৭। জনবলের তথ্যাদি (বিস্তারিত) :

৮। ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (সনদসহ) :

৯। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

১০। ট্রেড লাইসেন্স/স্টক কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন নম্বর (হালনাগাদকৃত সনদের কপিসহ) :

১১। প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর (শুধুমাত্র লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে, লাইসেন্সের কপিসহ) :

১২। সম্ভাব্য বর্জ্য ও উহার ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১৩। (ক) পশু/পাখিজাতীয় প্রাণীর কাঁচা মাংস প্রাপ্তির উৎস জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার নাম :

(খ) আমদানিকৃত মাংস হইলে উৎস দেশের নাম ও ভেটেরিনারি সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্যাদি সঠিক, আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ এ বর্ণিত এতদসংক্রান্ত নিরাপদতা ও নিরাপত্তার জন্য মাংসের মান বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশনাসহ সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ :

(সিল মোহর)

তফসিল-৩

ফরম-১

[বিধি-১৩(৮) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর**	**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার** **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর**
লাইসেন্স নম্বর– --.----.-----* তারিখ :	লাইসেন্স নং– --.----.-----* তারিখ :
<u>জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপনের লাইসেন্স।</u>	**<u>জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপনের লাইসেন্স।</u>**
লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ওয়েবসাইট ও ই-মেইলসহ)	লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ওয়েবসাইট ও ই-মেইলসহ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক এই লাইসেন্স বাতিল করা না হইলে ইহার মেয়াদ-.........................তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।
দাপ্তরিক গোল সিল	
স্বাক্ষর ও সিল তারিখ :	স্বাক্ষর ও সিল তারিখ :

শর্তাবলি :

১। লাইসেন্স নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বা সরকারি কোনো পরিদর্শক লাইসেন্স উপস্থাপনের অনুরোধ করিলে মূল সনদ যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

৩। এই লাইসেন্স মেয়াদান্তে নবায়নযোগ্য হইবে।

৪। মেয়াদান্তে নবায়ন না করা হইলে মেয়াদ পরিসমাপ্তির তারিখ হইতে ইহার অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা অবৈধ হইবে।

৫। এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নহে।

৬। লাইসেন্সধারী পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ এবং অন্য কোনো আইন বা বিধিমালার বিধান বা সরকার বা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের যে কোনো আইনানুগ নির্দেশনা মানিয়া চলিবেন।

নোট : লাইসেন্স নম্বরের প্রথম দুই অংক রেজিস্টার নম্বর, দ্বিতীয় চার অংক বৎসর এবং তৃতীয় পাঁচ অংক লাইসেন্স নম্বর হিসাবে লিখিতে হইবে।

ফরম-২
[বিধি-১৩(৮) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর** -----------------	**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার** **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর**
লাইসেন্স নং– --.----.-----* তারিখ :	লাইসেন্স নং– --.----.-----* তারিখ :
<u>**মাংস বিক্রয় স্থাপনার লাইসেন্স।**</u>	<u>**মাংস বিক্রয় স্থাপনার লাইসেন্স।**</u>
লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ওয়েবসাইট ও ই-মেইলসহ)	লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ওয়েবসাইট ও ই-মেইলসহ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক এই লাইসেন্স বাতিল করা না হইলে লাইসেন্সের মেয়াদ-................... তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।
দাপ্তরিক গোল সিল	
স্বাক্ষর তারিখ :	স্বাক্ষর ও সিল তারিখ :

শর্তাবলি :

১। লাইসেন্স নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বা সরকারি কোনো পরিদর্শক উপস্থাপনের অনুরোধ করিলে তাহা মূল সনদ যে অবস্থায় রহিয়াছে উক্ত অবস্থায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

৩। এই লাইসেন্স মেয়াদান্তে নবায়নযোগ্য হইবে।

৪। মেয়াদান্তে নবায়ন করা না হইলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখ হইতে ইহার অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা অবৈধ হইবে।

৫। এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নহে।

৬। লাইসেন্সধারী পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ এবং প্রযোজ্য বলবৎ যে কোনো আইন বা বিধির বিধান বা সরকার বা মহাপরিচালকের যে কোনো আইনানুগ নির্দেশনা মানিয়া চলিবেন।

নোট : লাইসেন্স নম্বরের প্রথম দুই অংক রেজিস্টার নম্বর, দ্বিতীয় চার অংক বৎসর এবং তৃতীয় পাঁচ অংক লাইসেন্স নম্বর হিসাবে লিখিতে হইবে।

ফরম-৩

[বিধি ১৩(৭) ও ১৪(৫) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

পত্র নং- তারিখ :

প্রাপক

বিষয়: লাইসেন্স ফি/নবায়ন ফি জমা প্রদান প্রসঙ্গে।

পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ এর আওতায় আপনার/আপনার প্রতিষ্ঠানের নামে জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস পক্রিয়াকরণ কারখানা হিসাবে লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আগামী---------- তারিখের মধ্যে লাইসেন্স ফি বাবদ-----------------টাকা জমা প্রদান করিয়া চালানের একটি কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইলো।

তারিখ : স্বাক্ষর

(সিল মোহর)

তফসিল-৪

ফরম

[বিধি-১৩(১০) ও ১৪(৭) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

পত্র নং- তারিখ :

প্রাপক

বিষয়: লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন বা নবায়ন আবেদন নামঞ্জুর প্রসঙ্গে।

১। আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

২। আবেদনের তারিখ :

৩। আবেদনকৃত লাইসেন্সের বিষয় :

৪। লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন নামঞ্জুর হইবার কারণ :

৫। যে তারিখের আদেশে আবেদন বা নবায়ন আবেদন নামঞ্জুর করা হইয়াছে :

তারিখ : স্বাক্ষর

(সিল মোহর)

তফসিল-৫

ফরম

[বিধি-১৬(৮)(ক) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পত্র নং : তারিখ :

প্রাপক,

------------------------- ।

বিষয়: পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য নমুনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ২২ অনুযায়ী সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য এই সাথে প্রেরণ করা হইল। নমুনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি নিম্নরূপ, যথা :—

১। নমুনা সংগ্রহের তারিখ ও সময় :	
২। নমুনার নাম ও কোড :	
৩। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ :	
৪। নমুনা সংগ্রহের কারণ :	
৫। নমুনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য :	
৬। পরীক্ষার অভিপ্রায়/বিষয় :	
৭। নমুনা প্রেরণের তারিখ ও সময় :	
৮। অন্যান্য তথ্য :	

উল্লিখিত নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণক্রমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অনতিবিলম্বে লিখিতভাবে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

ভেটেরিনারি কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও নামসহ সীল
মোবাইল নম্বর

তফসিল-৬

[বিধি-২(১)(৭) ও ২(১)(২২) দ্রষ্টব্য]

পশুর রোগ

(ক) গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার জুনোটিক রোগ (Zoonotic Diseases) :

1. Anthrax
2. Rabies
3. Brucellosis
4. Salmonellosis
5. *E. coli* O157:H7 infections
6. Dermatophilosis
7. Leptospirosis
8. Pseudocowpox
9. Vesicular Stomatitis
10. Streptococcal sepsis
11. Bovine tuberculosis
12. *Campylobacter* infection
13. Cryptosporidiosis
14. Bovine Spongiform Encephalitis (BSE)
15. Cysticercosis
16. Encephalitis
17. Enzootic abortion
18. Giardiasis
19. Hydatid disease
20. Listeria infection
21. Pasteurellosis
22. Rinderpest
23. Q fever
24. Ringworm

25. Toxocariasis
26. Toxoplasmosis
27. Tularemia
28. West Nile virus
29. Zoonotic diphtheria

(খ) পাখিজাতীয় প্রাণির জুনোটিক রোগ (Zoonotic Diseases) :

1. Avain Influenza
2. Avain Tuberculosis
3. E. coli infection
4. Salmonellosis
5. Campylobacter infection
6. Erysipelas
7. Ornithosis

(গ) গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার সংক্রামক রোগ (Infectious Diseases) :

1. Foot and Mouth Disease (FMD)
2. Peste des petits Ruminants (PPR)
3. Goat Pox
4. Sheep Pox
5. Black Quarter
6. Haemorrhagic Septicamia
7. Johne’s Disease
8. Contagious Bovine Pleuropneumonia
9. Vibriosis
10. Bovine Viral Diarrhoea
11. Malignant Catarrhal Fever
12. Lumpy Skin Disease
13. Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)
14. Bovine Viral Leukosis

15. Trypanosomiasis
16. Trichomoniasis
17. Babesiosis
18. Anaplasmosis
19. Theileriasis
20. Warble Fly (Hypoderma Bovis and Blineatum)
21. Dermatomycosis
22. Epizootic Lymphangitis
23. Equine Infectious Anemia
24. Contagious Caprine Pleuropneumonia
25. Vibrio Foetus
26. Contagious Puslular Dermatitis
27. Maedi-Visna
28. Adenomatosis
29. Scrapie
30. Vesicular Examthema
31. Aujesxky's Disease
32. Atrophic Gastro Enteritis
33. Footrot

(ঘ) পাখিজাতীয় প্রাণির সংক্রামক রোগ (Infectious Diseases) :

1. Fowl Pox
2. Marek's Disease
3. Gumboro Disease
4. Duck Viral Enteritis (Duck Plague)
5. Pullorum Disease
6. Fowl Cholera
7. Fowl Plague
8. Avain Leukosis

9. Inflectious Avain Encephalomyelitis
10. Inflectious Laryngotracheitis
11. Avain Inflectious Bronchitis
12. Mycoplasmosis
13. Chicken Anemia Viral Infection
14. Duck Viral Hepatitis
15. Nectrotic Enteritis
16. Goose Viral Hepatitis
17. Lymphoid Luckosis
18. Myeloid Luckosis
19. Omphalitis
20. Paratyphoid Infections
21. Viral Arthritis
22. Encephalomyelitis
23. Egg Drop Syndrome
24. Aspergillosis
25. Infectious Coryza
26. Swollen Head Syndrome
27. Melioidosis
28. Proliferative Stomatitis
29. Inclusion Body Hepatitis
30. Rota Viral Infection in Chickens
31. Thrush (Candidiasis)
32. Avain Spirochetosis
33. Staphylococcosis
34. Streptococcosis
35. Quail Bronchitis
36. Psittacosis
37. Newcastle Disease (Ranikhet)

তফসিল-৭

[বিধি ৫(৩) ও ১০(৪) দ্রষ্টব্য]

পশু বা পাখিজাতীয় প্রাণি জবাইয়ের উপযুক্ততা বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র

আজ-------------- ইং তারিখ ----------------- বার -------------ঘটিকায় ------------- ------------------ জবাইখানা/মাংস বিক্রয় স্থাপনা/মাংস পক্রিয়াকরণ কারখানা এর সাময়িকভাবে পশু রাখিবার স্থানে ----------- টি পশু (গরু/ছাগল/ভেড়া/মহিষ/---------- বা পাখিজাতীয় প্রাণি (মুরগী/হাঁস/কবুতর/টার্কি/কোয়েল/---------) জবাইপূর্ব পরিদর্শন করি। পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ এর আলোকে পর্যবেক্ষণক্রমে, নিম্নবর্ণিত পশু/পাখিজাতীয় প্রাণি জবাইয়ের যোগ্য মর্মে প্রত্যয়ন করা হইল। নিম্নে পশু/পাখিজাতীয় প্রাণির বিবরণ প্রদান করা হইল, যথা :—

ক্রমিক নং	পশুর সাধারণ নাম	লম্বা, উচ্চতা ও ওজন	ট্যাগ নং	জবাইয়ের জন্য আনয়নের পূর্বের ৩০ (ত্রিশ) দিন যে খামারে বা এলাকায় ছিল

তারিখ :

ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান
স্বাক্ষর ও সিল

তফসিল-৮
[বিধি ২৩ (২) দ্রষ্টব্য]

মানসম্পন্ন মাংসের বিপত্তি (hazards), যথা :—

(১) ভৌত বিপত্তি (physical hazards), যথা :—

(ক) পশুর মাংস বা লেবেলে উল্লিখিত পশুর মাংস ব্যতীত অন্য কোনো পদার্থ যথা, কাচের টুকরা, ধাতব টুকরা, প্লাষ্টিক বা অনুরূপ দ্রব্য অথবা অন্য কোনো পশুর মাংস বা অন্য কোনো জৈবিক অংশের উপস্থিতি;

(খ) সাধারণ অবস্থার মাংসের রং এর কোনো বিচ্যুতি;

(গ) হিমায়িত মাংসে কোনো তরল পদার্থ বা আকার বা আকৃতি বিচ্যুত (deformed or dilipated) কোনো মাংস বা উহার টুকরা;

(ঘ) হিমায়িত মাংসের ক্ষেত্রে প্যাকেটের উপরের এবং প্যাকেটকৃত মাংসের গভীরের তাপমাত্রা (-) ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস;

(ঙ) টক বা উৎকট গন্ধযুক্ত; অথবা

(চ) লেবেলে উদ্ধৃত নেট ওজন অপেক্ষা পরিমাণে কম।

(২) রাসায়নিক বিপত্তি (chemical hazards), যথা :—

(ক) বৃদ্ধিজনক হরমোন (growth hormone), কীটনাশক (pesticide) এবং এন্টিবায়োটিক বা কোনো জীবাণুনাশকের উপস্থিতি;

(খ) ভেটেরিনারি ঔষধের ন্যূনতম মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ উপস্থিতি;

(গ) ভারি ধাতু যেমন, সেলেনিয়াম বা ক্রোমিয়ামের মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ উপস্থিতি; অথবা

(ঘ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিমাণ Cesium 137 এর উপস্থিতি।

(৩) জৈবিক বিপত্তি, যথা :—

Anthrax, Rabies, Bovine papular stomatitis, Bovine spongiform encephalopathy (BSE), Bovine tuberculosis, Bovine paratuberculosis (Johne's disease), Brucellosis, Foot and Mouth Disease (FMD), Campylobacteriosis, Chlamydiosis, Colibacillosis, Cryptosporidiosis, Cysticercosis/Taeniasis, Dermatophilosis, Dermatophytosis, Echinococcosis, Giardiasis, Leptospirosis, Listeriosis, Manage/ Acariasis, Pseudocowpox, Q Fever, Salmonellosis, Staphylococcosis, Brucellosis, Caseous Lymphadenitis, Campylobacteriosis, Leptospirosis, Listeriosis, Soremouth, Toxoplasmosis, Vesicular Stomatitis, Avain influenza, Newcastle disease এবং Psittacosis এর জীবাণুর উপস্থিতি।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হামিদুর রহমান
যুগ্মসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd